APR 11 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ……………
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

গণিত প্রশ্নের উদ্দেশ্য মেধা যাচাই না ঠেকিয়ে রাখা?

দেশে যতশত ঘটনা একের পর এক ঘটে যাচ্ছে তাতে নিরিবিলি বেঁচে আছি– মনে করেছিলাম সেটাই সৌভাগ্য। ঢাকা বোর্ডের ওই পরীক্ষার বিষয়ে এক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক হিসেবে ক্ষুব্ধ হয়েছি, মন খারাপ হয়েছে, অসহায় বিষণ্ন হয়ে পড়েছি, অন্তরে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তবু চুপচাপ থেকে সহ্য করে যেতে চেয়েছি; কিন্তু একটি পত্রিকা যখন প্রশ্নের সুরে লেখে 'গণিত প্রশ্ন কঠিন হয়েছে' তখন মনের সেই রক্তক্ষরণ আর বেড়ে যায়। বিস্মিত হলাম আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক রফিকুল ইসলামের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, ॥ ১ ॥ 'যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে তাতে ভালভাবেই শতকরা ৬০ নম্বর পাওয়া যাবে। এর বেশি তারাই পাবে যারা গণিত নিয়ে সাধনা করেছে।' তার এ বক্তব্যের জবাবে বলব বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে গণিতের মতো বিষয়ে ৬০ পাওয়াই কি যথেষ্ট? এ পরীক্ষার ফলাফল ঢাকা বোর্ডের বর্তমান পরীক্ষার্থীদের সারাজীবন বইতে হবে। ফলাফলের মাপকাঠিতে পিছিয়ে থাকতে হবে অন্য বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে. ভর্তি পরীক্ষায়, উচ্চ শিক্ষায়; দেশে-বিদেশে, চাকরি ক্ষেত্রে সর্বত্র। কারণ অন্য বোর্ডের প্রশ্নপত্র নিয়ে কোন কথা উঠেনি। তিনি হঠাৎ গণিত নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাধনার প্রশ্নটি তুললেন কেন? সাধনার জন্য বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ইত্যাদি কি অমূলক বিষয়? এ সব বিষয় ৬০ নয়, শুধু ৮০ নম্বরের ওপরে পেলে তা তারা কোন সাধনার বলে পাবেন। এগুলোতে যদি পরীক্ষার্থী ৮০ নম্বরের বেশি পেতে পারেন এবং প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায়; এমনকি প্রি-টেস্ট, টেস্ট মডেল টেস্ট ইত্যাদি সব পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থী সারাজীবন গণিতে ৯০ এর নিচে নম্বর পায়নি তাদের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় এসে ৬০ এর ওপরে পেতে কী ধরনের সাধনা করতে হবে? যে সাধনার অভাবে শিক্ষার্থীরা মূর্ছা যায়, হাসপাতালে নিতে হয়, কান্নায় ভেঙে পড়ে, বমি করে, জ্ঞান হারায়, নির্বাক হয়ে যায়। এ কী ধরনের উপহাস! তিনি তো আবার বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত সমিতির সদস্য। তাকে আবার গণিতের ওপর প্রশ্ন রাখার এখতিয়ার থাকে কার! তিনি বলেছেন, 'শতকরা' ৬০ নম্বর পাওয়া যাবে। গণিতে কি বাংলা বা ইংরেজির মতো ১ম পত্র এবং ২য় পত্র আছে? যে শতকরা অর্থাৎ গড় নম্বরের কথা তিনি উল্লেখ করলেন।

॥ ২ ॥ দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি খুবই মারাত্মক। যাতে আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করছি। তিনি বলেছেন, 'যারা নকল করতে চেয়েছিল কিংবা অংক মুখস্থ করে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তাদের জন্যই সমস্যা হয়েছে।' সাধারণত মধ্যম মেধামানের শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় রেখে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। দেশের গুটি কতক স্কুল- কলেজ ছাড়া সারাদেশে শিক্ষার যে বেহাল অবস্থা তা সকলেই অবহিত। তদুপরি ঢাকা বোর্ডের গণিত বিষয়ে প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে একথাটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ সকলেই স্বীকার করেছেন। ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ একটি উন্নত বিদ্যাপীঠ। গত বছর এখান থেকেই বেশিরভাগ শিক্ষার্থী সকল বিষয়ে A + পেয়েছে। সেখানকার অধ্যক্ষ হামিদা আলী প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। ঢাকা বোর্ডের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী, বোর্ড কর্তৃপক্ষ, সরকার সবাই যেখানে বিষয়টি স্বীকার করে একটি সমাধানের কথা ভাবছেন, সেখানে তিনি একি কথা বললেন! ঢাকার অনেক স্কুলেই নকল হয় না, এটা তিনিও জানেন এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেসব সেন্টারেই। অন্যরা যদি বলেন তার মতো অনেক শিক্ষকই নকল দিতে গিয়ে হল থেকে বহিষ্কার হয়েছেন। উনার তা কেমন লাগবে। এ কথা কে না জানেন যে, অধিকাংশ শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর গুরুত্ব না দিয়ে কোচিং সেন্টার খুলে রীতিমতো ব্যবসা করছেন। সেসব শিক্ষক টেকস্ট বুক পড়াচ্ছেন, না অংক মুখস্থ করাচ্ছেন তা তারাই ভাল বলতে পারবেন। আসলে আদর্শবাদিতা সমাজ থেকে ওঠে গেলেই কেবল একজন শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কে এমন ঢালাও মন্তব্য করতে পারেন। তাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, সমাজে এখনও অনেক পরিবার আছে যারা শিক্ষার্থীকে নকলনবিশ হিসেবে গড়ে তোলে না। যারা ব্যক্তি জীবনে একটা শব্দও নকল করে পরীক্ষা দেননি; হয়ত তারা রফিকের মতো অত বড় বিদ্যান হতে পারেনি। কিন্তু তারা তাদের সন্তানদের নকলবাজ হওয়ার শিক্ষাও দেননি। আমি বুকে হাত দিয়ে বলছি, এমন লোক এখনও সমাজে আছে। সে ক্ষেত্রে রফিকের মন্তব্য ওইসকল অভিভাবকের জন্য এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

বড়ই আশার কথা, বিষয়টির প্রতি সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান যদি আমার ঢাকা কলেজের সাবেক শিক্ষক সকলের প্রিয় জুনাইদ স্যার হন তাহলে আশা করা যায় বিষয়টির একটি সুরাহা হবে। আর দশটি বিষয়ের মতো তদন্ত কমিটি গঠন করে যেন ঘটনার পরিসমাপ্তি না হয়। আমি মনে করি না বোর্ড কর্তৃপক্ষ, সরকার, শিক্ষককুল, শিক্ষার্থী সবাই ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ, সবাই এক পক্ষ; কিন্তু এ ব্যাপারে সকলের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নেই। কর্তৃপক্ষই এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। কতিপয় শিক্ষার্থীকে নিয়ে ঢাকার একটি নামকরা স্কুলে এর আগেও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল। সাংবাদিক সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একটি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এবারের বিষয়টি আরও ব্যাপক। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মেধা যাচাই, জোর করে ঠেকিয়ে দেয়া নয়। গণিত প্রশ্ন অতিরিক্ত কঠিন হওয়ার কারণে যাতে কোন শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ভাবতে হবে কমার্স ও মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের কথা। সিলেবাসের মধ্যে প্রশ্ন হয়েছে এই যুক্তি বড়, না শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য ফলাফল ঠেকিয়ে দেয়া হচ্ছে সেই যুক্তিই বড়? এ সকল বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। যে সিদ্ধান্তই নেয়া হোক তা দ্রুত গ্রহণ করে জনসম্মুখে প্রচার করে বিষয়টির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এখানে কারো হারজিতের প্রশ্ন নেই।

মো. আবদুল করিম
সিলেট।